গল্পের শিরোনাম- হারিয়ে যাওয়া শিল্পকে ধরে রাখার যুদ্ধে একজন সৈনিক ইয়াসমিন বেগম

পটভূমিঃ তিনটি বড় বড় নদী বেষ্টিত একটি জেলার নাম শরীয়তপুর। এ জেলাটি বাংলাদেশের দক্ষিণ মধ্যাঞ্চলে অবস্থিত। এ অঞ্চলের মানুষের অনেক আদি পেশার মধ্যে কাশা পিতলের তৈজষপত্র বানানো ও বিক্রি করা একটি অন্যতম প্রধান পেশা ছিল। যা কালের বির্বতনে এ পেশা আজ মৃতপ্রায়। এলাকাবাসীর মতে কোন এক সময় এই এলাকার মানুষের ঘুম ভাঙ্গতো কাশার বাসনের উপর হাতুঁড়ির ঠন ঠন শব্দে। এ শব্দ আজ খুজেঁ পাওয়া দুষ্কর। শরীয়তপুর শহরের আশেপাশে প্রায় ৩৫০-৪০০ পরিবার এ পেশায় সাথে যুক্ত ছিল। যা বর্তমানে কমতে কমতে ৬০-৭০ এ নেমে এসেছে। তাই এ শিল্পকে আবারো ফিরিয়ে আনার জন্য এসডিএস এ প্রকল্প হাতে নিয়েছে।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ
নাম- ইয়াসমিন বেগম, স্বামী- কাজি মুক্তার হোসেন, গ্রাম- দাসাত্বা, পালং পৌরসভা, শরীয়তপুর সদর, শরীয়তপুর।
তথ্য সংগ্রহকারীঃ মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, সমন্বয়কারী ও প্রকল্প ব্যবস্থাপক, এসইপি প্রকল্প, এসডিএস, শলীয়তপুর।
তারিখ- ০৬/০৯/২০২১

১. (আপনি প্রথমে কিভাবে এসইপি-তে যুক্ত হলেন এবং বর্তমানে আপনার অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন?)

আমি ২৫ বৎসর যাবৎ শরীয়তপুরের ঐতিহ্য কাঁশা পিতলের বাসন পত্র উৎপাদনে আগ্রগামী সৈনিক হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমি ও আমার স্বামী জনাব মুক্তার হোসেন এই ব্যবসাটি আদিকাল থেকেই করে আসছি। কিন্তু কালের বির্বতনে এ শিল্প শরীয়তপুরে এখন মৃতপ্রায়। তাতেও আমরা হাল ছাড়েননি। আমরা অনেক সংগ্রাম করে এ শিল্পকে আরো কয়েকটি পরিবার টিকিয়ে রেখেছি। কিন্তু এ কাজের জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন, যা ব্যাংকগুলি জামানত ছাড়া টাকা দিতে চায় না, আর যে পরিমানে টাকা দেয় তা দিয়ে আমাদের ব্যবস্যার চাহিদা পুরণ হয়না। এজন্যই আমি ২০০০ সাল থেকেই এসডিএস এর সাথে যুক্ত হয়ে ঋণ নিয়ে এ কাজ করছি। এ বছরের শুরুর দিকে এসডিএস এর কর্মী ও শাখা ব্যবস্থাপক আপা এসে এসইপি প্রকল্পের ঋণের কথা আলোচনা করে এবং আমি যেহেতু অনেক পুরানো সদস্য তাই আমাকে এ কাজের জন্য ১০০০০০০ (দশ লক্ষ) টাকা ঋণ প্রদান করে। বর্তমানে আমার ব্যবসা অন্যান্য জনের চেয়ে কিছুটা ভালো চলছে।

২। (এসইপি-তে যুক্ত হওয়ার ফলে আপনার জীবনের যে পরিবর্তন লক্ষ্য করছেন, সেটির পূর্বে আপনার অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করুন)ঃ

করোনাকালে আমি টাকার অভাবে কাচাঁমাল কিনতে পারি নাই। এ বছরের শুরু দিকে এসইপি ঋণ নেওয়ার পর আমি ঢাকার মিডফোর্ড থেকে আবারও কাচাঁমাল কিনে ব্যবসা পুরোদমে চালাচ্ছি। আমার ৮ জন কর্মচারী এই করোনা কালেও তাদের ছাড়ি নাই। করোনার শুরু থেকেই বিক্রি কিছুটা কমে গেছে। কাচাঁমালের দাম আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ২০-২৫%। এখন আবার বিক্রির চাহিদা কিছুটা বাড়তেছে। তবে করোনা কালে দেশের বিভিন্ন স্থানে মালামাল পাঠানোর জন্য পরিবহন ভোগান্তিতে পরতে হয় এবং পরিবহন ভাড়াও বেশী

দিতে হয়েছে, যার জন্য ব্যবসায় লাভ কমে গেছে। এসডিএস এর এসইপি প্রকল্প থেকে ঋণ নেওয়ার পর যেহেতু কাচাঁমাল বেশী করে কিনতে পেরেছি এবং বর্তমানে আমার ঘরে বেশ কিছু বানানো মাল রয়েছে এবং পরিবহন চালু হওয়ায় মালামাল পাঠানো সহজ হয়েছে, যার ফলে বর্তমানে আমার ব্যবসা কিছুটা লাভের দিকে আছে।

৩। (এসইপি-এর হস্তক্ষেপের ফলে পরিবর্তনটি কীভাবে ঘটল (প্রক্রিয়া) এবং কীভাবে পরিবর্তন গুলি আপনার জীবনকে প্রভাবিত করেছে (ফলাফল)?

এসইপি প্রকল্পের ঋণ নেওয়ার পর কাচাঁমালের ঘাটতি না থাকায় আমার উৎপাদন বাড়াতে পেরেছি এবং বর্তমানে বাজারে কাশার তৈজষপত্রে দাম আশানুরূপ হওয়ায় আমার ব্যবসা লাভবানের আশায় আছি। তবে বাজারে চাহিদা মোতাবেক ডিজাইন করা মালামাল সরবরাহ করতে পারি না।

৪। উল্লেখিত পরিবর্তনটি কীভাবে অন্যান্য ক্ষুদ্র-উদ্যোগের মালিক/পরিবার/শ্রমিক/সম্প্রদায় গুলিতে প্রভাব ফেলছে (ফলাফল)?

আমাকে দেখে অন্য আরো ২/৩ জন সদস্য এ প্রকল্প থেকে ঋণ নিয়েছে এবং তাদের ব্যবসা সচল রেখেছে। তবে সবাই যেহেতু নতুন করে ঋণ নিয়ে কার্যক্রম শুরু করেছি তাই ফলাফল বা পরিবর্তন আসতে একটু দেরি হবে।

৫। উপরে উল্লেখিত পরিবর্তন কেন আপনার কাছে তাৎপর্য পূর্ণ?
এ শিল্পের সাথে যে সকল পরিবার জড়িত, তাদের অন্যকোন ব্যবসা বা কর্ম করা তুলনামূলকভাবে একটু কঠিন। তাই এ ব্যবসা আমাদের নিজেদের স্বার্থেই টিকিয়ে রাখতে হবে ।

৬। অতিরিক্ত মন্তব্য (যদি থাকে)ঃ
 তবে আমরা যদি এ ব্যবসাটার জন্য বিভিন্ন ধরনের উপযুক্ত যুগোপযুগী প্রশিক্ষণ ও আনকমন আর্কষনীয় ডিজাইনের মালামাল তৈরী করতে পারতাম, তাহলে আরো লাভবান হতে পারতাম।

উদ্যোগে কর্মরত উদ্যোক্তা